PCTSCN

Prevention of Child Trafficking through Community Strengthening and Networking

শিশু পাচারকে না বলুন

E- newsletter

ইস্যু ২৫ ।। ডিসেম্বর ২০১৯

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্স :
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপিডি
সিপ
অ্যাটসেক বাংলাদেশ

সহযোগীতায়

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওর্য়াকিং সুদৃঢ়করনের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি

নির্বাহী সম্পাদক
এ.কে.এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট মো: রফিকুল ইসলাম খান (আলম)

প্রদায়ক
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক
তারিক মোহাম্মদ গাদ্দাফি

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ
মধুব্রতী দে বর্ণিল

প্রকাশক
পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

পাচার বিষয়ক তথ্য

মানব পাচার সমস্যা

সমগ্র পৃথিবীতেই মানব পাচার একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মানব ও শিশু পাচার নিয়ে বাণিজ্য চলছে। পাচারের মাধ্যমে মূলত: ব্যক্তি অধিকার হরণ করে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হরণ করে যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বকশ্রম, বাধ্যতামূলক ও শোষণমূলকশ্রম, অঙ্গ পাচারের মত কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রধানত মানব পাচারের উৎস দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক বছর গুলোয় বাংলাদেশ ট্রানজিট ও গন্তব্য স্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।শ্রম অভিবাসনের জন্য পাড়ি জমানোর চেষ্টা করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে যাওয়া নারীর ঠিকানা হয়েছে যৌন ক্ষেত্রে। উন্নতির আশায় ঝুকি নিয়ে অবৈধ ভাবে দেশ ছাড়ে বহু বাংলাদেশী। বাংলাদেশ পুলিশের হিসেবে ২০১৪-২০১৮ এরমধ্যে নারী পাচারের সংখ্যা ১৪৩৭। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদিআরব, থাইল্যান্ড, লেবানন, মালয়শিয়া, ওমান বিভিন্ন দেশে পাচার হচ্ছে বাংলাদেশী নারী ও শিশু।যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৯ এ তৃতীয় বারের মতো বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরের নজরদারিতে থাকা দেশের তালিকায় এসেছে।যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের তৃতীয় স্তরে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা পরবর্তীতে আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর রূপ ধারণ করবে।শ্রম অভিবাসনের নামে বাড়ছে পাচারের ঘটনা।অভিবাসীদের তালিকায় বাংলাদেশীদের অবস্থান বিশ্বে ষষ্ঠ।বাংলাদেশ সরকার মানবতা বিরোধী এই অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২" এবং"মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ ও বিধিমালা ২০১৭" প্রণয়ন করেছে যেখানে মানব পাচার অপরাধ দমনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা ও মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল গঠন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাচার প্রতিরোধ ও দমনে কাজ করার অঙ্গীকার রয়েছে।পাশাপাশি সরকার নিয়মিত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয়কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action on Combating Human Trafficking)গ্রহণ করে আসছে এবং বর্তমানে চতুর্থ দফায় ২০১৮-২০২২ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রণিত হয়েছে।

সরকারের এসকল উদ্যোগ ও কর্মপ্রয়াসের মধ্যে ও মানব পাচার বিষয়ে আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৯ এ তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরের নজরদারিতে থাকা দেশের তালিকায় এসেছে মূলতপাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ কমে যাওয়া, পাচার বিষয়ক অপরাধের তদন্ত, মামলা পরিচালনা ও অপরাধীর দণ্ড যথাযথ ভাবে না হওয়া এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা না নেওয়া ইত্যাদি কারনে যা আমাদের দেশের উপর বাণিজ্যিক বিধিবিধানেপ্রভাবিত করতে পারে।আপনারা জানেন যে, গৃহীত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২তে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির পাশাপাশি পাচারের শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, পরিবারের সাথে একত্রীকরণ ইত্যাদি সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, আইনে-পাচার সংক্রান্ত মামলা সমূহ পরিচালনার জন্য মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠনের কথা বলা হলেও এখনও এই ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে এতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রতিষ্ঠিত আদালত দায়িত্ব পালন করছে।

দ্রুততম সময়ে মানব পাচার বিষয়ক বিশেষ আদালতে বিচারক নিয়োগ

প্রধান বিচারপতি মাহমুদ হোসাইন

২৩ নভেম্বর,২০১৯

দ্রুততম সময়ের মধ্যে মানব পাচার বিষয়ক বিশেষ আদালতে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি মাহমুদ হোসাইন। তিনি বলেছেন, "বিদ্যমান আইনের আলোকেবিশেষ শিশু আদালত গঠনের কাজ চলছে। আদালত গঠনের কাজ শেষ হলে আমি দ্রুততমসময়ের মধ্যে বিচারক নিয়োগ দিব।" এতে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশকরেছেন।

শনিবার, রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে শুরু হওয়া শিশু পাচার বিষয়ক আন্তসীমান্ত চুক্তি সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাসুদ আলীর সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফেরদৌসি আক্তার ,শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শিবনাথ রয়, মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব গাজীউদ্দিন মুহাম্মদ মুনির , ভারতের বেসরকারী সংস্থা এসএলএআরটিসি'র প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নাথ মন্ডল, এ্যাটসেক'র দিল্লি সমন্বয়ক রমা দেবব্রত, প্ল্যান বাংলাদেশের ওরলা মুরফি, আ্ইওএম'র বাংলাদেশ প্রধান গিওরগি গিয়ারগিয়া , জাতীয় শিশু শ্রম মনিটারিং কমিটির কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস্ -এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাহমুদুল কবির প্রমুখ।

সভায় প্রধান বিচারপতি বলেন,মানব পাচার এক ধরনের সহিংসতা। নারী ও শিশুরা সব থেকে বেশি এই সহিং-সতার শিকার হয়। তাদের কে পাচার করে নিয়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগানো হয়। এমন কি অসামাজিক ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশি সময় পাচার সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন সম্পর্কে প্রধান বিচারপতি বলেন, দেশে বিচার স্বল্পতাআছে। আবার বিচারকরা ও অনেক সময়সাক্ষী ও পাননা। সাক্ষীরাও আদালতে আসতে চাননা। সম-নজারির দায়িত্ব আদালতের । কিন্তু সাক্ষী হাজির করার দায়িত্ব পুলিশের । তবে আমি নির্দেশনা দিয়েছি রাত ১০টায়ও যদি সাক্ষী হাজির হয়, তার সাক্ষ্য নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে ১০ লাখের বিপরীতে একজন বিচারক আছেন। ভারতে আছে ১৮জন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭জন। আর বাংলাদেশে যেখানে ৮৫ শতাংশ মামলা আদালতে যায়, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ১৫ শতাংশ মামলা আদালতে যায়। ফলে মামলার বিচার শেষ হতে সময় লাগাটাই স্বাভাবিক। সাক্ষ্য ও তথ্য প্রমাণের অভাবের কারণে বেশীর ভাগ মামলায় সাজা হয়না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে অতিরিক্ত সচিব ফেরদৌসী আক্তার বলেন, কোন একক দেশের পক্ষে মানব পাচার বন্ধ করা সম্ভব নয়। এটা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে বিশাল সীমান্ত এলাকায় ভারত ও বাংলাদেশের পক্ষে বিশেষ যৌথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভারতের প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নাথ মন্ডল বলেন, পাচারের শিকার হওয়া ৪০ থেকে ৫০জন শিশুকে প্রতি বছর আমরা ভারত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছে পাঠিয়ে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে আইনী নানা জটিলতার মুখোমুখী হতে হয়। তাই সুনির্দিষ্ট আইনের পাশাপাশি আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ।

একই সঙ্গে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো দরকার। এক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রয়োজন। সরকারী সংস্থা গুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে করেন অতিরিক্ত সচিব শিবনাথ রায়। তিনি বলেন, মানব পাচার বন্ধে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা গুলো অনেককাজ রয়েছে। কিন্তু সেখানে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। একই ভাবে ভারত ও বাংলাদেশ অঞ্চলের পর্যায়ে পরিচালিত কার্যক্রমে ও সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। এসকল দ্রুত পদক্ষেপগ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সরকারের যুগ্ম সচিব গাজীউদ্দিন মুহাম্মদ মুনির বলেন, শিশু সহ মানব পাচার বন্ধে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্র , মহিলা ও শিশু এবং আইন মন্ত্রণালয় সহ সরকার কাজ করছে। যে কারণে পাচার আগের থেকেও কমে আসছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তবে আঞ্চলিক পর্যায়ের এ ধরনের উদ্যোগ আরো ইতিবাচক ফল দিবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মানব পাচার বন্ধে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দীর্ঘ সূত্রীতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, দেশে আইনের অভাব নেই। কর্মপরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হতাশাজনক। আঞ্চলিক পর্যায়ে মনিটারিং কমিটি গঠন করা হলেও সভা হয়না। পাচার শিকার শিশুরা আইনী সুরক্ষা পায়না। এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতমূল হোতারা পার পেয়ে যায়। এই অবস্থার থেকে উত্তরণে অন্যান্য দেশ গুলোর ভালো প্রাকটিস গুলো অনুসরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

শিশু ও মানব পাচার পরিস্থিতি উন্নয়নে“মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল গঠনের” বিষয়ে সুশীল সমাজের আহবান

তারিখ: ২৯/১২/২০১৯, স্থান: ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটি, ঢাকা

২৯ ডিসেম্বর, রবিবার,ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটিতে এর পক্ষে মানব পাচার বিরোধী বেসরকারী সংগঠনের জোট পিসিটিএসসিএন কনসোর্টিয়াম পক্ষে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CPD) পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইনসিডিন বাংলাদেশ ”কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ”(Prevention of Child Trafficking Through Community Strengthening & Networking – PCTSCN)শীর্ষক একটিপ্রকল্প কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। এ কনসোর্টিয়াম এর সংগঠনগুলো হলো ইনসিডিন বাংলাদেশ (INCIDIN Bangladesh), কমিউনিটি পার্টিসপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CPD), নারী মৈত্রী (Nari Maitree) এবং সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম (SEEP) ২০১৫ সাল থেকে একযোগে কাজ করছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা করছে টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস (TdH Netherlands) ।শিশু পাচার রোধে সমাজের সকল স্তরের জনগনকে সচেতন ও সক্ষমতা বৃদ্বি এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় প্রসার ও সামাজিক সুরক্ষা বলয় শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্কুল পর্যায়ে প্রচারণা, মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি গঠনে সহয়তা, সরকারী কাজের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা, মতবিনিময় সভা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ত প্রচরণা কার্যক্রমের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে আসছে।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

সমগ্র পৃথিবীতেই মানব পাচার একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও মানব ও শিশু পাচার নিয়ে বাণিজ্য চলছে। পাচারের মাধ্যমে মূলতঃ ব্যক্তি অধিকার হরণ করে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হরণ করে যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক শ্রম,বাধ্যতামূলক ও শোষণমূলক শ্রম, অঙ্গ পাচারের মত কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রধানত মানব পাচারের উৎস দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ ট্রানজিট ও গন্তব্য স্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ২০১৯ এ তৃতীয় বারের মতোবাংলাদেশ দ্বিতীয় স্তরের নজরদারিতে থাকা দেশের তালিকায় এসেছে। যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের তৃতীয় স্তরেনেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা পরবর্তীতে আমাদের দেশের জন্য বিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে। অভিবাসীদের তালিকায় বাংলাদেশীদের অবস্থান বিশ্বে ষষ্ঠ, কিন্তু শ্রম অভিবাসনের নামে বাড়ছে পাচারের ঘটনা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করছেন পিসিটিএসসিএন কনসোর্টিয়াম-এর সদস্য সংগঠন সিপিডি'র শরিফুল্লাহ রিয়াজ। এছাড়াও উপস্থিত আছেন ইনসিডিন বাংলাদেশের নিবাহী পরিচালক এ,কে,এম,মাসুদ আলী, পলিসি এন্ড লিগ্যাল সাপোর্ট ম্যানেজার মো: রফিকুল ইসলাম খান, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি)-এর সমন্বয়কারী শরিফুল্লাহ রিয়াজ, সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রাম (SEEP) এর তারিক মোহাম্মদ গাদ্দাফী । সংবাদ সম্মেলনটি আয়োজন করেছেন কনসোর্টিয়াম সদস্য কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (CPD)। গৃহীত মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২তে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির পাশাপাশি পাচারের শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, পরিবারের সাথে একত্রীকরণ ইত্যাদি সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে।মানব পাচার আইন ও বিধি অনুযায়ী মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল গঠনঅত্যান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ছে ।জাতীয় মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ এবং বিধিমালা ২০১৭ আলোকে বিশেষ "মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত মানব পাচার অপরাধ দমন তহবিল যা মানব পাচারের শিকার বা ভুক্তভোগীর কল্যাণে সংরক্ষিত হবে। পাচারের শিকার ব্যক্তিদেরউদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসনের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে এ তহবিল গঠন ও কাজটিকে এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন। তাই আমরা সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজকে মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল গঠন করে মানব পাচার পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য আহবান জানানোই মূল লক্ষ্য।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনে সরকারী কার্যক্রমের জোরদারকরণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ :

- মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল" তহবিল গঠন করা এবং উক্ত তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত করা
- সরকারী অনুদান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুদান, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুদান এবং মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অর্থ সংগ্রহ
- আইন, বিধি ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থায় শিশু ও নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি
- নারী ও শিশুকে প্রাধান্য দিয়ে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম পরিচালনা করা

Child- friendly Country Stressed

21.11.2019_Bangladesh Post

With the Slogan "Let us commit to make a child-friendly country by protecting child rights", speakers at a human chain programme stressed on putting priority to the rights of children for ensuring a better future for them. As children comprise over 40 percent of the total population, they deserve utmost consideration in national programmes and policies, they said while addressing the event in front of the National Press Club on Wednesday. They demanded implementation of the Children Act 2013, which was enacted to establish the rights of children. Drawing attention of the policymakers, they demanded action for ending all kinds of represion on children are protected, the country will also remain protected, they added. They said that all concerned, including the government, should take action for child rights. They must commit to make sure every child enjoys the rights. Addressing the event, held to mark the World Children's Day on Nov 201, they said the day offers each of us an insipirational entry-point to advocate, promote and celebrate children's rights, translating into dialouges and actions that will build a better world for children. On behalf of Prevention of Child Trafficking through Strengthening Community and Networking (PCTSCN) Consortium, Social and Economic Enhancement Programme(SEEP), a member of the consortium, organized the event. About 100 children

from different educational institutions in the capital took part in the programme. Advocate Rafiqual Islam Khan, manager (policy and legal support) of INCIDIN Bangladesh, Sharifullah Reaz, coordinator of Community Participation and Development (CPD), Tarik Mohammad Gaddafi, coordinator of SEEP, Momenul Haque, coordinator of Nari maitree and children from different schools, spoke at the event. The United nations (UN) Universal Childrens' Day, which was established in 1954, is celebrated on November 20 each year to promote internationational togetherness and awareness among children wolrdwide. UNICEF promotes and coordinates this special day, which also works towards improving children's welfare.

পরিসংখ্যান

বিজিবি তথ্যসূত্রে

সীমান্ত অতিক্রমের সময় বিজিবি/বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক/বিএসএফ সদস্য আটক, ফেরত ও থানায় সোপর্দের পরিসংখ্যান

ক্রমিক	মাসের নাম	আটকের সংখ্যা	ফেরতের সংখ্যা	থানায় সোপর্দ
১।	জানুয়ারি- ২০১৯	০৯	০৬	০৩
২।	ফেব্রুয়ারি- ২০১৯	২৫	২১	০৪
৩।	মার্চ-২০১৯	০১	০০	০১
৪।	এপ্রিল-২০১৯	০৭	০৬	০১
৫।	মে-২০১৯	০৬	০১	০৫
৬।	জুন-২০১৯	০৮	০২	০৬
৭।	জুলাই-২০১৯	০৮	০২	০৬
৮।	আগষ্ট-২০১৯	০২	০২	০০
৯।	সেপ্টেম্বর -২০১৯	০১	০১	০০
১০।	অক্টোবর -২০১৯	০৩	০২	০১
১১।	নভেম্বর -২০১৯	০৮	০০	০৮
	সর্বমোট =	৭৮	৪৩	৩৫

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

ইনসিডিন বাংলাদেশ : ০১৭২০৩০৯২৭৯
নারী মৈত্রী : ০১৭২৭৩৭০০৪৬
সিপিডি : ০১৭৪৩৬৩৯০৬৩
সিপ : ০১৭১২৫১১০৪২

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
E-mail : pctscn@gmail.com
Contact no:
Adv. Md Rafiqul Islam Khan Alom
+8801720309279